# অষ্টম অধ্যায়
# শিল্প

শিল্প অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত, কারণ দ্রুত শিল্পায়ন ব্যতীত উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ অর্জন সম্ভব নয়। দেশজ উৎপাদে এ খাতের অবদান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮০-৮১ অর্থবছরে স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদে বৃহৎ খাতসমূহের মধ্যে শিল্প খাতের অবদান ছিল ১৭.৩১ শতাংশ এবং ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এ খাতের অবদান দাঁড়িয়েছে ২৯.৭৩ শতাংশ। জাতীয় আয় নির্ণয়ে ১৫টি খাতের মধ্যে মাইনিং এবং কোয়ারিং, ম্যানুফ্যাকচারিং, বিদ্যুৎ-গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ-এ চারটি খাত সমন্বয়ে শিল্পখাত গড়ে উঠেছে। এ খাতগুলোর মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান সর্বোচ্চ। স্থির মূল্যে ২০০৮-০৯ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ১৭.৭৮ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা গত বছরের চেয়ে ০.২৩ শতাংশ বেশি। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ৫.৯২ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা বিগত অর্থবছরের চেয়ে ১.২৯ শতাংশ কম। নিম্নের সারণি ৮.১ এ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ২০০১-০২ থেকে ২০০৮-০৯ অর্থবছর পর্যন্ত অবদান ও অর্জিত প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছেঃ

**সারণি ৮.১: জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার**
**(১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের স্থির মূল্যে)**

(কোটি টাকায়)

| শিল্প | ২০০১-০২ | ২০০২-০৩ | ২০০৩-০৪ | ২০০৪-০৫ | ২০০৫-০৬ | ২০০৬-০৭ | ২০০৭-০৮ (সংশোধিত) | ২০০৮-০৯ (সাময়িক) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প | ৯৯৮০.১ (৭.৭) | ১০৬৯৯.৬ (৭.২) | ১১৪৯৬.৫ (৭.৪৫) | ১২৪০৮.৫ (৭.৯৩) | ১৩৫৫১.৫ (৯.২১) | ১৪৮৬৫.১ (৯.৬৯) | ১৫৯২০.০ (৭.১০) | ১৬৯৬৯.১ (৬.৫৯) |
| মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্প | ২৪১৯৪.১ (৪.৬) | ২৫৭৮০.৮ (৬.৬) | ২৭৫৭২.৩ (৬.৯৫) | ২৯৮৬০.৫ (৮.৩০) | ৩৩২৬৮.২ (১১.৪১) | ৩৬৫০৭.১ (৯.৭৪) | ৩৯১৫৭.২ (৭.২৬) | ৪১৩৭০.২ (৫.৬৫) |
| মোট | ৩৪১৭৪.২ (৫.৫) | ৩৬৪৮০.৪ (৬.৮) | ৩৯০৬৮.৮ (৭.১) | ৪২২৬৯.০ (৮.১৯) | ৪৬৮১৯.৭ (১০.৭৭) | ৫১৩৭২.২ (৯.৭২) | ৫৫০৭৭.২ (৭.২১) | ৫৮৩৩৯.৩ (৫.৯২) |

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
নোটঃ বন্ধনীর ভিতর শতকরা প্রবৃদ্ধির হার।

উপরের সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মাঝারী ও বৃহৎ শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্পের অবদান প্রতি বছর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সরকারের রূপকল্প (ভিশন) অনুযায়ী ২০২১ সাল নাগাদ যে শিল্প খাত গড়ে উঠবে তাতে মোট দেশজ উৎপাদে (জিডিপি) শিল্প খাতের অবদান (চলতি মূল্যে) বর্তমানের ২৮.৬১ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে এবং এখাতে মোট কর্মরত শ্রমশক্তির হার ১৬ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে উন্নীত হবে। জাতীয় উৎপাদে শিল্প খাতের অবদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কৌশলের অন্যতম লক্ষ্য।

বর্তমান সরকার কর্তৃক ঘোষিত অঙ্গীকারে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থানের জন্য দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি, পুঁজি বাজারের দ্রুত বিকাশ, আইন-শৃঙ্খলা, ঘুষ-দুর্নীতি, প্রশাসনিক জটিলতা এবং রাজনৈতিক পোষকতামুক্ত সমাজ গড়ে তোলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ, প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা, উদ্ভাবনী প্রযুক্তি, ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, উদ্যোক্তা শ্রেণীকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম এবং অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণ প্রভৃতি নীতিমালা সংবলিত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিষয়ে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই লক্ষ্যে শিল্পনীতি, ২০০৯ এর একটি খসড়া প্রণীত হয়েছে, যা বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে চূড়ান্ত

করা হবে এবং এত সরকারের শিল্পায়ন সংক্রান্ত নীতি ও কৌশলের প্রতিফলন ঘটবে। এছাড়া সরকার ইতোমধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বহু গঠনমূলক এবং যুগোপযোগী সংস্কার সাধন করছে।

সম্প্রতি সরকার বিশ্বমন্দা মোকাবেলায় বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতি পরিহারপূর্বক বন্ধ শিল্প কারখানা চালুর মাধ্যমে উৎপাদনমুখী করা এবং পুঁজিঘন (Capital Intensive) শিল্পের পরিবর্তে শ্রমঘন (Labour Intensive) শিল্পকারখানা স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করছে। উল্লেখ্য, অর্থনৈতিক মন্দার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান যাতে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে, সেই লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে 'কেইস-টু-কেইস' ভিত্তিতে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করেছে। অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ও কর্মসংস্থান সৃজনে বর্তমান সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে আগামী পাঁচ বছরে সরকার কোন রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানকে বিরাষ্ট্রীয়করণ করবে না।

সরকার অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শিল্পপার্ক স্থাপন ও বিশেষ অর্থনৈতিক জোন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে, যাতে এ সমস্ত শিল্পাঞ্চলে বিপুল পরিমাণ অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত জমির সদ্ব্যবহারসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে শিল্পায়ন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন ধারা সৃষ্টি করা যায়। এ লক্ষ্যে সরকারের ঘোষিত অঙ্গীকারে দেশীয় শিল্পের সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণসহ দেশীয় উদ্যোক্তা এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করার বিষয় উল্লেখ রয়েছে। ব্যক্তি মালিকানায় সুস্থ ও প্রতিযোগিতামূলক এবং উৎপাদনশীল বিনিয়োগই হবে অর্থনীতির প্রাণশক্তি। শ্রম-উদ্বৃত্ত দেশে সামগ্রিক উন্নয়ন কৌশলের অন্যতম ভিত্তি হবে ক্ষুদ্র-মাঝারি উদ্যোগ, কুটির, শিল্প, স্ব-কর্মসংস্থান ও স্বপ্রণোদিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। এসব কর্মকান্ড বিকাশ সর্বাত্মক রাষ্ট্রীয় প্রণোদনা-সহায়তা দেয়া হবে। পাশাপাশি আইটি শিল্পের উন্নয়ন, পোশাক ও টেক্সটাইল খাতের সম্প্রসারণ, বিপদমুক্ত ও শক্তিশালী করা, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ওষুধ, চামড়া, রাসায়নিক দ্রব্য, খেলনা, জুয়েলারি ও আসবাবপত্র শিল্পের বিকাশকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। পাটের বিকল্প ব্যবহার ও পাট শিল্পকে লাভজনক করতে নেয়া হবে বিশেষ উদ্যোগ। এ ছাড়া পরিবেশ বান্ধব, বিকল্প ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং বায়োগ্যাস নির্ভর শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠাও সরকারের অন্যতম লক্ষ্য।

দেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে অধিকতর শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে (এসএমই) অগ্রাধিকার খাত এবং শিল্পায়নের চালিকা শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ও মাঝারি (এসএমই) শিল্প প্রতিষ্ঠার বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও কৌশলগত সহায়তা প্রদানের জন্য সরকার একটি পৃথক এসএমই নীতিমালা-২০০৫ প্রণয়ন করেছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে আরো গতিশীল ও সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এসএমই সার্ভিস সেন্টার খোলার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, বিশেষ করে মহিলা উদ্যোক্তাদের এর সুবিধা পৌছে দেয়ার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নীতিমালায় সন্নিবেশিত যাবতীয় দিক নির্দেশনা ও কৌশল এসএমই প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হবে।

নতুন শিল্পনীতির খসড়ায় যে ধরণের দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে তাতে দেশে পরিকল্পিতভাবে শিল্পায়নের বিস্তৃতি ঘটবে এবং শিল্পখাতে অব্যাহত ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন (Sustainable & continuous industrial growth) সম্ভব হবে। ফলে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি শক্তিশালী ও সম্ভাবনাময় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, যা দারিদ্র বিমোচন, বেকারত্ব হ্রাস, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নসহ দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের গতিকে ত্বরান্বিত করবে।

**মাঝারি থেকে বৃহৎ ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্যের উৎপাদন সূচক**

উৎপাদনসূচক (Quantum Index of Production) ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের পণ্য উৎপাদন পরিমাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছরের ভিত্তিতে মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনসূচক ২০০১-০২ অর্থ বছরে ২৩৮.৭৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ৩৮৪.৮২ দাঁড়ায়। ২০০৮-

০৯ অর্থ বছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে গড় সূচক দাঁড়ায় ৪০৬.৬৭। নিম্নের সারণি ৮.২-এ ২০০১-০২ থেকে চলতি অর্থবছরের (২০০৮-০৯) ডিসেম্বর পর্যন্ত মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক দেখানো হয়েছে ।

**সারণি ৮.২: ২০০১-০২ হতে ২০০৮-০৯ অর্থ বছর পর্যন্ত মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক (১৯৮৮-৮৯=১০০)**

| মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক | ২০০১-০২ | ২০০২-০৩ | ২০০৩-০৪ | ২০০৪-০৫ | ২০০৫-০৬ | ২০০৬-০৭ | ২০০৭-০৮ | ২০০৮-০৯ **(জুলাই -ডিসেম্বর)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ২৩৮.৭৫ | ২৫৪.৪৫ | ২৭২.১৩ | ২৯৪.৭২ | ৩২৮.৩৫ | ৩৬০.৩৩ | ৩৮৪.৮২ | ৪০৬.৬৭ |

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

**ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (Small and Medium Enterprises-SMEs)**

দেশীয় মূল্য সংযোজন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত পণ্য তৈরির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। পল্লী অর্থনীতির খামার-বহির্ভূত ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পে অর্থায়ন অনেকাংশে ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সঞ্চয়ভিত্তিক হলেও বর্তমানে ব্যাংক ও ঋণদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসছে।

দেশের গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনে কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক (বিভাগীয় শহর ও নারায়ণগঞ্জ শহরের বাইরে) শিল্প স্থাপন ও এসংক্রান্ত সহায়ক সেবা প্রদানকারী খাতে অর্থায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ব্যাংক রেটে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান অব্যাহত আছে। এ ছাড়া "স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ" (SME) খাতে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে তফসিলী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবর্তিত ১০০ কোটি টাকার তহবিল ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসাবে বর্তমানে ৬০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত এ তহবিল হতে ১৫টি ব্যাংক ও ২০টি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ৬২৩৬টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ৬৪৫.৭৫ কোটি টাকা পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

অর্থ বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন Enterprise Growth and Bank Modernisation Project (EGBMP)-এর আওতায় বিশ্ব ব্যাংক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে পুনঃঅর্থায়নের জন্য ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারসহ বাংলাদেশ সরকারকে এ পর্যন্ত ১১২.৩২ কোটি টাকার তহবিল সরবরাহ করেছে এবং মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত এ তহবিল হতে ১৪টি ব্যাংক ও ১৪টি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ২৩৪১টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ২০৬.৩৯ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য ২০০৫ সালে Small and Medium Enterprises Sector Development Project (SMESDP) এর আওতায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এ খাতে আরো ৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে চুক্তি সম্পাদনসহ মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে ৮টি ব্যাংক ও ৭টি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ২৫৭৩টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ২৬৫.৫৮ কোটি টাকা পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করেছে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থায়নের জন্য বিভিন্ন ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মোট ১১১৭.৭২ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়নের জন্য বিতরণ করে যার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল থেকে ৬৪৫.৭৫ কোটি টাকা, আইডিএ প্রদত্ত তহবিল থেকে ২০৬.৩৯ কোটি টাকা এবং এডিবি প্রদত্ত তহবিল থেকে ২৬৫.৫৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত পুনঃ অর্থায়নের বিস্তারিত বিবরণ সারণি ৮.৩-এ দেখানো হ'ল:

**সারণি 8.3: ¶` I gvSwi wkí Lv‡Z cbtA_vqb Gi msw¶ß weeiY (31 gvP 2009 chs)**

| | Znwe‡ji bvg | cbtA_vq‡bi cwigvY (‡KwU UvKvq) | | | | A_vqbKZ G›UvicvB‡Ri msL¨v (LvZwfwËK) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PjwZ gjab | ga¨ ‡gqw` FY | `xN ‡gqw` FY | ‡gvU FY | wkí | ewYR¨ | ‡mev | ‡gvU |
| K) | evsjv‡`k e¨vsK Znwej | 144.53 | 306.00 | 195.21 | 645.75 | 1447 | 3702 | 1087 | 6236 |
| L) | AvBwWG Znwej | 55.78 | 91.70 | 58.91 | 206.39 | 859 | 1159 | 323 | 2341 |
| M) | GwWwe Znwej | 120.02 | 101.69 | 43.88 | 265.58 | 640 | 1620 | 313 | 2573 |
| | ‡gvU | 320.33 | 499.39 | 298.00 | 1117.72 | 2946 | 6481 | 1723 | 11150 |

K) evsjv‡`k e¨vsK Gi Znwej †_‡K cbtA_vq‡bi weeiY

| | e¨vs‡Ki bvg | cbtA_vq‡bi cwigvY (‡KwU UvKvq) | | | | A_vqbKZ G›UvicvB‡Ri msL¨v (LvZwfwËK) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PjwZ gjab | ga¨ ‡gqw` FY | `xN ‡gqw` FY | ‡gvU FY | wkí | ewYR¨ | ‡mev | ‡gvU |
| 1 | Gbwmwm e¨vsK wjt | 8.72 | 14.33 | 2.53 | 25.57 | 16 | 366 | 8 | 390 |
| 2 | hgbv e¨vsK wjt | 18.36 | 3.18 | 1.15 | 22.69 | 111 | 70 | 45 | 226 |
| 3 | b¨vkbvj e¨vsK wjt | 1.86 | 2.07 | 0.40 | 4.33 | 35 | 25 | 58 | 118 |
| 4 | Iqvb e¨vsK wjt | 7.58 | 5.43 | 0.00 | 13.01 | 25 | 222 | 4 | 251 |
| 5 | w` wcwgqvi e¨vsK wjt | 30.06 | 2.38 | 1.09 | 33.53 | 91 | 116 | 43 | 250 |
| 6 | e¨vK e¨vsK wjt | 3.87 | 30.91 | 0.00 | 34.77 | 164 | 896 | 16 | 1076 |
| 7 | mvD_B÷ e¨vsK wjt | 2.79 | 0.18 | 0.00 | 2.97 | 1 | 31 | 10 | 42 |
| 8 | WvP evsjv e¨vsK wjt | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 5.05 | 11 | 17 | 0 | 28 |
| 9 | gv‡K›UvBj e¨vsK wjt | 0.68 | 33.45 | 2.10 | 36.23 | 61 | 623 | 88 | 772 |
| 10 | B÷vb e¨vsK wjt | 0.03 | 28.69 | 35.14 | 63.86 | 47 | 335 | 6 | 388 |
| 11 | XvKv e¨vsK wjt | 41.38 | 9.19 | 1.35 | 51.92 | 119 | 136 | 21 | 276 |
| 12 | Kgwkqvj e¨vsK Ae wmjb | 0.00 | 0.45 | 0.20 | 0.66 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 13 | DËiv e¨vsK wjt | 5.26 | 0.04 | 0.00 | 5.30 | 1 | 45 | 1 | 47 |
| 14 | wgDP¨qvj Uv÷ e¨vsK wjt | 0.10 | 3.87 | 0.23 | 4.20 | 9 | 93 | 2 | 104 |
| 15 | Uv÷ e¨vsK wjt | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| | Dc-†gvU | 126.48 | 134.15 | 44.18 | 304.81 | 692 | 2980 | 308 | 3980 |
| | Aw_K cwZôv‡bi bvg | | | | | | | | |
| 1 | DËiv dvBb¨vÝ GÛ Bb‡f÷‡g›U wjt | 0.78 | 11.21 | 23.67 | 35.65 | 1 | 2 | 186 | 189 |
| 2 | cvBg dvBb¨vÝ GÛ Bb‡f÷‡g›U wjt | 1.95 | 3.09 | 1.93 | 6.96 | 7 | 15 | 10 | 32 |
| 3 | gvBWvm dvBb¨vÝ wjt | 0.07 | 40.14 | 16.81 | 57.01 | 247 | 452 | 165 | 864 |
| 4 | AvBwWGjwm Ae evsjv‡`k wjt | 0.00 | 35.93 | 4.41 | 40.34 | 98 | 76 | 53 | 227 |
| 5 | dwb· jxwRs †Kvs wjt | 1.61 | 6.80 | 7.93 | 16.34 | 53 | 34 | 25 | 112 |
| 6 | BDbvB‡UW jxwRs †Kvs wjt | 6.99 | 27.18 | 17.35 | 51.52 | 113 | 41 | 95 | 249 |
| 7 | f¨wbK evsjv‡`k wjt | 0.08 | 0.05 | 0.00 | 0.13 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | ‡e-jxwRs †Kvs wjt | 0.25 | 0.52 | 0.47 | 1.24 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| 9 | wdwWwjwU G‡mUm GÛ wmwKDwiwUR †Kvs wjt | 0.00 | 1.47 | 25.14 | 26.61 | 22 | 14 | 99 | 135 |
| 10 | Bmjwgk dvBb¨vÝ GÛ Bb‡f÷‡g›U wjt | 0.36 | 10.72 | 0.87 | 11.94 | 41 | 28 | 28 | 97 |
| 11 | wccjm jxwRs GÛ wdb¨vÝ | 0.40 | 19.59 | 21.08 | 41.07 | 60 | 40 | 50 | 150 |
| 12 | evsjv‡`k wdb¨vÝ GÛ Bb‡f÷‡g›U wjt | 0.00 | 3.56 | 7.80 | 11.36 | 3 | 4 | 18 | 25 |
| 13 | AvBAvBwWGdwm | 3.88 | 6.87 | 13.08 | 23.82 | 83 | 6 | 9 | 98 |
| 14 | wRGmwc wdb¨wÝs | 0.50 | 0.00 | 2.08 | 2.58 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 15 | b¨vkbvj nvDwRs wjt | 0.40 | 1.16 | 0.97 | 2.53 | 6 | 1 | 6 | 13 |
| 16 | Igvb evsjv‡`k wjwRs | 0.00 | 0.13 | 4.08 | 4.21 | 1 | 0 | 20 | 21 |
| 17 | B›Uvib¨vkbvj wjwRs | 0.30 | 1.94 | 0.13 | 2.37 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 18 | wcwgqvi wjwRs GÛ dvBb¨vÝ wjt | 0.00 | 0.46 | 0.81 | 1.27 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | BDwbqb K¨wcUvj wjt | 0.50 | 1.05 | 2.16 | 3.71 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 20 | weAvBGdwm | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Dc-‡gvU | 18.06 | 171.84 | 151.03 | 340.94 | 755 | 722 | 779 | 2256 |
| | me‡gvU | 144.53 | 306.00 | 195.21 | 645.75 | 1447 | 3702 | 1087 | 6236 |

L) AvBwWG †µwWU dvÛ ‡_‡K cbtA_vq‡bi weeiY

| | e¨vs‡Ki bvg | cbtA_vq‡bi cwigvY (‡KwU UvKvq) | | | | A_vqbKZ G›UvicvB‡Ri msL¨v (LvZwfwËK) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PjwZ gjab | ga¨ ‡gqvw` FY | `xN ‡gqvw` FY | ‡gvU FY | wkí | ewYR¨ | ‡mev | ‡gvU |
| 1 | Gbwmwm e¨vsK wjt | 0.10 | 5.59 | 4.13 | 9.82 | 2 | 228 | 5 | 235 |
| 2 | e¨vK e¨vsK wjt | 1.00 | 32.88 | 0.00 | 33.88 | 298 | 356 | 6 | 660 |
| 3 | mvD_B÷ e¨vsK wjt | 5.33 | 0.17 | 0.35 | 5.85 | 6 | 36 | 3 | 45 |
| 4 | w` wcwgqvi e¨vsK wjt | 8.64 | 0.27 | 0.00 | 8.91 | 26 | 21 | 14 | 61 |
| 5 | Iqvb e¨vsK wjt | 0.33 | 1.14 | 0.00 | 1.47 | 1 | 30 | 0 | 31 |
| 6 | WvP evsjv e¨vsK wjt | 9.29 | 0.13 | 0.00 | 9.42 | 19 | 28 | 2 | 49 |
| 7 | hgbv e¨vsK wjt | 9.72 | 1.32 | 0.63 | 11.67 | 66 | 13 | 0 | 79 |
| 8 | XvKv e¨vsK wjt | 7.52 | 3.76 | 0.00 | 11.28 | 105 | 35 | 12 | 152 |
| 9 | b¨vkbvj e¨vsK wjt | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Uv÷ e¨vsK wjt | 4.01 | 0.58 | 0.14 | 4.72 | 27 | 31 | 7 | 65 |
| 11 | B÷vb e¨vsK wjt | 0.04 | 12.65 | 9.41 | 22.10 | 77 | 184 | 1 | 262 |
| 12 | gv‡K›UvBj e¨vsK wjt | 0.00 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | 19 | 67 | 16 | 102 |
| 13 | wgDPqvj Uv÷ e¨vsK wjt | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 2.01 | 5 | 37 | 9 | 51 |
| 14 | DEiv e¨vsK wjt | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| | Dc-‡gvU | 50.37 | 64.48 | 14.66 | 129.51 | 652 | 1090 | 75 | 1817 |
| | | | | | | | | | |
| | Aw_K cwZôv‡bi bvg | cbtA_vq‡bi cwigvY (‡KwU UvKvq) | | | | A_vqbKZ G›UvicvB‡Ri msL¨v (LvZwfwËK) | | | |
| 1 | wdwWwjwU G‡mUm GÛ wmwKDwiwUR †Kvs wjt | 0.00 | 0.49 | 4.77 | 5.25 | 2 | 4 | 26 | 32 |
| 2 | AvBwWGjwm Ae evsjv‡`k | 0.78 | 8.67 | 1.14 | 10.59 | 52 | 16 | 19 | 87 |
| 3 | dwb · wjwRs †Kvt wjt | 0.25 | 1.89 | 7.17 | 9.32 | 22 | 9 | 15 | 46 |
| 4 | DËiv dvBb¨vÝ GÛ Bb‡f÷‡g›U wjt | 0.10 | 2.09 | 17.24 | 19.43 | 0 | 0 | 89 | 89 |
| 5 | dviB÷ dvBb¨vÝ GÛ Bb‡f÷‡g›U wjt | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | BDbvB‡UW jxwRs †Kvs wjt | 3.27 | 2.64 | 1.74 | 7.65 | 25 | 2 | 40 | 67 |
| 7 | gvBWvm dvBb¨vÝ wjt | 0.00 | 5.31 | 2.58 | 7.89 | 65 | 17 | 28 | 110 |
| 8 | Bmjwgk dvBb¨vÝ GÛ Bb‡f÷‡g›U wjt | 0.25 | 3.44 | 0.05 | 3.74 | 24 | 13 | 4 | 41 |
| 9 | cvBg dvBb¨vÝ GÛ Bb‡f÷‡g›U wjt | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.40 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | AvBAvBwWGdwm | 0.47 | 1.64 | 2.20 | 4.30 | 10 | 3 | 3 | 16 |
| 11 | evsjv‡`k dvBb¨vÝ GÛ Bb‡f÷‡g›U | 0.00 | 0.71 | 2.54 | 3.25 | 2 | 3 | 15 | 20 |
| 12 | B›Uvib¨vkbvj wjwRs | 0.00 | 0.10 | 0.45 | 0.55 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | weAvBGdwm | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | wccjm wjwRs | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.50 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| | Dc-‡gvU | 5.41 | 27.22 | 44.25 | 76.88 | 207 | 69 | 248 | 524 |
| | me‡gvU | 55.78 | 91.70 | 58.91 | 206.39 | 859 | 1159 | 323 | 2341 |

M) GwWwe dvÛ †_‡K cbtA_vq‡bi weeiY

| | e¨vs‡Ki bvg | cbtA_vq‡bi cwigvY (‡KwU UvKvq) | | | | A_vqbKZ G›UvicvB‡Ri msL¨v (LvZwfwËK) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PjwZ gjab | ga¨ ‡gqvw` FY | `xN ‡gqvw` FY | ‡gvU FY | wkí | ewYR¨ | ‡mev | ‡gvU |
| 1 | Iqvb e¨vsK wjt | 21.25 | 11.23 | 1.49 | 33.96 | 41 | 334 | 10 | 385 |
| 2 | B÷vb e¨vsK wjt | 11.54 | 24.79 | 17.29 | 53.62 | 103 | 417 | 13 | 533 |
| 3 | cvBg e¨vsK wjt | 34.13 | 3.10 | 1.41 | 38.64 | 74 | 302 | 25 | 401 |
| 4 | XvKv e¨vsK wjt | 42.81 | 18.93 | 0.00 | 61.74 | 242 | 254 | 80 | 576 |
| 5 | Gbwmwm e¨vsK wjt | 0.16 | 0.22 | 0.19 | 0.57 | 3 | 11 | 0 | 14 |
| 6 | wmwU e¨vsK wjt | 6.23 | 0.59 | 0.00 | 6.82 | 24 | 39 | 0 | 63 |
| 7 | e¨vsK Gwkqv wjt | 0.03 | 8.03 | 1.67 | 9.73 | 24 | 103 | 3 | 130 |
| 8 | Uv÷ e¨vsK wjt | 3.71 | 0.10 | 0.14 | 3.95 | 10 | 13 | 5 | 28 |
| | Dc-‡gvU | 119.86 | 66.99 | 22.18 | 209.02 | 521 | 1473 | 136 | 2130 |
| | Aw_K cwZôv‡bi bvg | cbtA_vq‡bi cwigvY (‡KwU UvKvq) | | | | A_vqbKZ G›UvicvB‡Ri msL¨v (LvZwfwËK) | | | |
| 1 | DEiv dvBb¨vÝ GÛ Bb‡f÷‡g›U wjt | 0.00 | 1.61 | 5.98 | 7.59 | 0 | 0 | 66 | 66 |
| 2 | Bmjwgk dvBb¨vÝ GÛ Bb‡f÷‡g›U wjt | 0.00 | 4.84 | 1.41 | 6.25 | 6 | 16 | 17 | 39 |
| 3 | gvBWvm dvBb¨vÝ wjt | 0.00 | 2.63 | 1.90 | 4.53 | 24 | 22 | 14 | 60 |
| 4 | AvBwWGjwm | 0.00 | 20.94 | 3.94 | 24.87 | 75 | 87 | 59 | 221 |
| 5 | wccjm wjwRs †Kvs wjt | 0.00 | 2.50 | 5.87 | 8.37 | 7 | 18 | 9 | 34 |
| 6 | B›Uvib¨vkbvj jxwRs | 0.16 | 1.25 | 2.30 | 3.71 | 2 | 4 | 10 | 16 |
| 7 | wcwgqvi jxwRs | 0.00 | 0.94 | 0.30 | 1.24 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| | Dc-‡gvU | 0.16 | 34.70 | 21.69 | 56.55 | 119 | 147 | 177 | 443 |
| | me‡gvU | 120.02 | 101.69 | 43.88 | 265.58 | 640 | 1620 | 313 | 2573 |

Drmt evsjv‡`k e¨vsK|

mviYx 8.3 †_‡K †`Lv hvq ‡h, 31 gvP 2008 chš ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প Lv‡Z evsjv‡`k e¨vsK I AvBwWG-Gi †gvU 852.14 †KwU UvKv cbtA_vqb mweav MnYKvix 15wU e¨vsK I 22wU Aw_K cwZôvb me‡gvU 8577wU ¶` I gvSwi D‡`¨v³v‡`i‡K FY weZiY K‡i‡Q, hvi g‡a¨ PjwZ gjab, ga¨‡gqw` FY Ges `xN †gqw` FY Gi cwigvY n‡"Q h_vµ‡g 200.31 †KwU UvKv, 397.70 †KwU UvKv Ges 254.12 †KwU UvKv|

**বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের কার্যক্রম**

বাংলাদেশে অকৃষিখাতে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প । এ খাতের প্রায় সবটাই বিস্তৃত মূলতঃ বেসরকারি খাতে। বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে দায়িত্ব পালনকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) পূর্বের মতো ২০০৮-০৯ অর্থ বছরেও উদ্যোক্তাদেরকে সহায়ক সেবা ও সুযোগ সুবিধা প্রদান করেছে।

বিসিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে (ডিসেম্বর ০৮ পর্যন্ত) দেশে মোট ৫৪২৬টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে। স্থাপিত শিল্পের মধ্যে ১৭৮৭টি ক্ষুদ্র শিল্প ও ৩৬৩৯টি কুটির শিল্প। এসব শিল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হচ্ছে ২৩৩.৬০ কোটি টাকা এবং নিয়োজিত জনবলের পরিমাণ ২৫১৩২০ জন।

শিল্প স্হাপনের জন্য শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সারাদেশে বিসিকের মোট ৭৪টি শিল্প নগরী রয়েছে। বিসিকের এ শিল্প নগরীগুলো জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। এ পর্যন্ত শিল্প নগরীসমূহে স্হাপিত ৫২৯৭টি শিল্প ইউনিটে মোট ১০৬৪২.১৯ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। উল্লিখিত শিল্প ইউনিটসমূহে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের মার্চ পর্যন্ত মোট ১৮৮৬৮ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদিত হয়েছে, যার মধ্যে বিদেশে রপ্তানী হয়েছে ৯৬৪৫ কোটি টাকার পণ্য সামগ্রী। বিদেশে রপ্তানিকৃত এসব পণ্য সামগ্রীর মধ্যে সিংহভাগ হোসিয়ারী ও নিটওয়্যার পণ্য এবং উক্ত দুটো পণ্য থেকে অর্জিত রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ৭৩৬৮.৩০ কোটি টাকা। শিল্প কারখানাগুলো এ সময়ে সরকারকে মোট ১৪৩৫ কোটি টাকা রাজস্ব পরিশোধ করেছে, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ১৩৮ কোটি টাকা বেশী। উল্লেখ্য ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে বিসিকের শিল্প ইউনিটসমূহ থেকে সরকারকে প্রদত্ত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৭২৯.১৪ কোটি টাকা।

রাজধানীর হাজারীবাগে অবস্থিত ট্যানারীসমূহকে রাজধানীর বাইরে পরিবেশ বান্ধব স্থানে স্থানান্তরের লক্ষ্যে সাভার ও কেরানীগঞ্জ উপজেলায় ধলেশ্বরী নদীর উপকণ্ঠে ২০০ একর আয়তন বিশিষ্ট চামড়া শিল্প নগরী স্থাপনের অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। সেখানকার ১৯৫টি প্লট ১৫৪টি ইউনিটের অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন প্রক্রিয়াধীন আছে। শিল্প ইউনিটসমূহ চালু হলে এক লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করা যায়।

বিসিক লবণ চাষীদেরকে উন্নত প্রযুক্তি ও বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক সেবা, সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে। বিসিকের সহায়তায় ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত সারাদেশে প্রায় ৮.৪১ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদিত হয়েছে। সমুদ্র তীরবর্তী কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলাসমূহে প্রায় ৬৭২১৭ একর জমিতে লবন চাষ করা হচ্ছে। লবণ উৎপাদনের সাথে ৪২৭৫০ জন লবণ চাষী জড়িত। অন্যদিকে ভোজ্য লবণে আয়োডিন সংমিশ্রণের মাধ্যমে মানবদেহে আয়োডিন ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে ইউনিসেফের সহায়তায় বিসিক সারাদেশে অবস্হিত ২৬৭টি লবণ কারখানায় সমসংখ্যক আয়োডিন সংমিশ্রণ প্ল্যান্ট বিতরণ করেছে। এছাড়াও উদ্যোক্তারা তাদের নিজস্ব বিনিয়োগে ৩৯টি আয়োডিন সংমিশ্রন প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে।

ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল তৈরীর কারখানা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিসিক একটি ঔষধ শিল্প পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এ লক্ষ্যে গত ১৪-২-০৭ তারিখে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি (এপিআই) এর মধ্যে এক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। শিল্প পার্কটি মুন্সীগঞ্জ জেলাধীন গজারিয়া উপজেলায় স্থাপিত হবে। এর

প্রাথমিক ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৫২.০০ কোটি টাকা। উক্ত শিল্প পার্কের জন্য ২০০ একর জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে। এ শিল্প পার্ক বাস্তবায়িত হলে ৫০টি শিল্প ইউনিট স্থাপিত হবে এবং প্রায় ২০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে।

**রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ**

(ক) **বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন (বিসিআইসি)ঃ** বিসিআইসি এর অধীনে বর্তমানে ( ২০০৮-০৯ অর্থ বছর) ১২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। তন্মধ্যে ৬টি ইউরিয়া সার কারখানা, ১টি টিএসপি সার কারখানা, ১টি পেপার মিল, ১টি সিমেন্ট কারখানা, ১টি গ্লাসশীট কারখানা, ১টি ইন্স্যুলেটর এবং স্যানিটারীওয়্যার কারখানা এবং ১টি হার্ডবোর্ড মিল রয়েছে। উল্লেখ্য, ক্রমাগত লোকসানের কারণে বিসিআইসি'র ১০টি কারখানা বিরাষ্ট্রীয়করণের তালিকাভুক্ত ছিল। তন্মধ্যে ৪টি কারখানা প্রাইভেটাইজেশন কমিশন কর্তৃক বেসরকারি মালিকানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৬টি কারখানার মধ্যে খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস্ লিঃ এবং কর্ণফুলী রেয়ন এন্ড কেমিক্যালস লিঃ এর কস্টিক ক্লোরিন প্লান্টটি কর্ণফুলী পেপার মিলের সংগে একীভূত করে পুনরায় চালু করা হয়েছে। চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স সম্প্রতি পুনঃ চালু করা হয়েছে। অন্যান্য ৪টি কারখানার মধ্যে ঢাকা লেদার কোম্পানী লিঃ ও নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস লিঃ পুনঃ চালুর বিষয়ে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লিঃ পুনরায় চালু করা যাবে কিনা সে জন্য সরকার সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করছে। সমীক্ষা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মিলটির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

জুলাই-০৮ থেকে মার্চ-০৯ সময়ে বিসিআইসি'র ১৩ টি কারখানায় ১৭৬৯.১৬ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত উৎপাদন হয়েছে ১১৫৪.০৮ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৬৫ শতাংশ। একই সময়ে সংস্হার কারখানাসমূহের বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ১২০২.৪১ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ৬৮ শতাংশ। আলোচ্য সময়ে সংস্হার কারখানাসমূহ জাতীয় কোষাগারে রাজস্ব (কর ও শুল্ক) হিসেবে ৬১.৬৪ কোটি টাকা জমা দিয়েছে। উক্ত সময়ে বিসিআইসি'র কারখানাসমূহ লোকসান দিয়েছে ২৮৭.১৭ কোটি টাকা।

বর্তমানে বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ১৩টি চালু কারখানায় ইউরিয়া, টিএসপি/এসএসপি সার, অ্যামোনিয়াম সালফেট সার ডিএপি, পেপার, হার্ডবোর্ড, সিমেন্ট, গ্লাসশীট, স্যানিটারীওয়্যার এবং ইন্স্যুলেটর উৎপাদন হচ্ছে। কারখানাসমূহে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত ৬৫১২৬৪ মেঃ টন ইউরিয়া, ২৪১৪৪ মেঃ টন টিএসপি, ২৪৬০৪ মেঃ টন এসএসপি, ২০৭২ মেঃ টন অ্যামোনিয়াম সালফেট, ১০৪০১ মেঃ টন কাগজ ও ৬২৫৩৫ মেঃ টন সিমেন্ট, ১০.৩৪ লক্ষ বর্গ মিটার গ্লাস শীট, ১৩৬৬ মেঃ টন স্যানিটারিওয়্যার, ৪১২ মেঃ টন ইন্স্যুলেটর এবং ৪.৯৬ লক্ষ বর্গফুট হার্ডবোর্ড উৎপাদিত হয়েছে। গত ১০-০৬-০৮ তারিখে ইউরিয়া সারের মূল্য কারখানা প্রান্তে ৪৮০০ টাকার পরিবর্তে ১০,০০০ টাকা এবং বাফার প্রান্তে ৫৩০০ টাকার পরিবর্তে ১০৭০০ টাকা নির্ধারণ করায় বিসিআইসির নিয়ন্ত্রণাধীন ইউরিয়া সার কারখানাসমূহ লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে চলেছে। ফসফেটিক সারে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও টিএসপি সারের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যে চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিঃ প্রাঙ্গনে চীনের মেসার্স কমপ্লান্ট ডাই-এ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি-১) প্রকল্প এবং জাপানের মেসার্স টয়ো ইঞ্জিনিয়ারিং ডাই-এ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি-২) প্রকল্প দুটি যথাক্রমে ৫১০.৬৪ কোটি টাকা এবং ৫১৯.৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প দু'টির প্রতিটির দৈনিক ডাই-এ্যামোনিয়াম ফসফেট উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে ৮০০ মেঃ টন। পুনর্গঠিত ডিপিপি ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ডিএপি-১ প্রকল্পের বাস্তবায়ন জুন ২০০৯ এ এবং ডিএপি-২ প্রকল্পের বাস্তবায়ন জুন, ২০০৮ এ সমাপ্ত হয়েছে। ২০০৮-০৯ (জুলাই-ডিসেম্বর ০৮) অর্থ বছরে পরীক্ষামূলকভাবে ডিএপি-১ ও ডিএপি-২ তে মোট ১৩০২৪ মেঃ টন ডিএপি সার উৎপাদন হয়েছে।

(খ) **বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশন (বিটিএমসি)ঃ** দেশে বর্তমানে কটন ও সিনথেটিক স্পিনিং মিলের সংখ্যা ৩৬৫টি, তন্মধ্যে বেসরকারি খাতে মিলের সংখ্যা ৩৪১টি। এছাড়াও উইভিং উপখাতে ১,৪৬৫ টি ইউনিট (বড়, মাঝারি এবং স্পেশালাইজড পাওয়ারলুম ইউনিটসহ) ১,৪৮,৬৪২টি হস্তচালিত তাঁত কারখানা, ৮০০টি রপ্তানীমুখী নীটিং ও নীট-ডাইয়িং ইউনিট, ৩১০টি ডাইয়িং-ফিনিশিং ইউনিট (১৮০টি সেমি-মেকানাইজড এবং ১৩০টি মেকানাইজড) ও প্রায় ২০০০টি স্থানীয় হোসিয়ারী কারখানা রয়েছে। বর্তমানে নীটিং ও নীট ডাইয়িং ইউনিটসমূহ রপ্তানীমুখী পোশাক শিল্পের

প্রয়োজনীয় বস্ত্রের প্রায় ৮০ শতাংশ সরবরাহ করছে। ওভেন ডাইং ও ফিনিশিং কারখানাসমূহের অধিকাংশই স্থানীয় চাহিদার সিংহভাগ মিটানোর পাশাপাশি রপ্তানীমুখী পোশাক শিল্পের চাহিদার উল্লেখযোগ্য অংশ মিটিয়ে থাকে। বস্ত্র খাতের সিংহভাগ শিল্প কারখানাই ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত হচেছ। সরকারি খাতে (বিটিএমসি'র অধীনে) মাত্র ২৪টি পুরাতন স্পিনিং মিল রয়েছে; তন্মধ্যে ১৩টি শিল্প ইউনিট সার্ভিস চার্জ পরিচালিত হচেছ। বিটিএমসির ৩টি মিল বেসরকারি আইন ও নীতিমালার আলোকে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন কর্তৃক বিক্রির প্রক্রিয়াধীন আছে।

(গ) **বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি)ঃ** বিএসএফআইসির নিয়ন্ত্রণাধীন বর্তমানে ১৫টি চিনি কল, ১টি ডিস্টিলারি প্রতিষ্ঠান ও ১টি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাসহ মোট ১৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। উক্ত ১৫টি চিনি কলের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ২.১০ লক্ষ মেঃ টন এবং দেশে বর্তমান চিনির বার্ষিক চাহিদা ১২.২০ লক্ষ মেঃ টন। উল্লেখ্য, দেশে চিনির প্রকৃত চাহিদার তুলনায় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ইক্ষু ভিত্তিক চিনিকলগুলোতে চিনি উৎপাদন অপ্রতুল। ফলে দেশে বেসরকারি খাতে স্থাপিত ৫/৬টি সুগার রিফাইনারিতে উৎপাদিত চিনি দ্বারা এবং আমদানির মাধ্যমে চিনির ঘাটতি পূরণ করা হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং নগরায়নের ফলে চিনির চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০, ২০১৫ এবং ২০২০ সালে দাঁড়াবে যথাক্রমে ১৩.৩০ লক্ষ মে. টন, ১৫.৮০ লক্ষ মে. টন ও ১৮.৬০ লক্ষ মে. টন। ২০০৮- ০৯ অর্থ বছরে ১৭৩১০০ মেঃ টন চিনি উৎপাদন ও বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং এর বিপরীতে মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত ৭৯৯২২ মেঃ টন চিনি উৎপাদিত ও এপ্রিল, ০৯ পর্যন্ত ৮৭১৪৭ মেঃ টন চিনি বিক্রি হয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বিএসএফআইসি শুল্ক ও কর বাবদ সরকারি কোষাগারে ৫৩.০৯ কোটি টাকা জমা করেছে। চলতি অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি ০৯ পর্যন্ত সংস্থা কর্তৃক সরকার কোষাগারে প্রদত্ত শুল্ক ও করের পরিমাণ ৪২.৩৭ কোটি টাকা। উল্লেখ্য ২০০২ সাল থেকে সরকারের অবাধ বাণিজ্য নীতির ফলে বিএসএফআইসি চিনি আমদানি করছে না। ফলে দেশে উৎপাদিত চিনি বাজারজাতকরণে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচেছ। এছাড়া চিনির মূল্য স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে সময়ে সময়ে হ্রাস বৃদ্ধির ফলে বিএসএফআইসির উৎপাদিত চিনি বিক্রয়ে সমস্যার সম্মুখীন হচেছ। এছাড়া সরকার নিয়ন্ত্রিত চিনিকলসমূহে উৎপাদন ব্যয় ভর্তুকিযুক্ত আমদানিকৃত চিনি অপেক্ষা বেশী হওয়ায় লোকসান হচেছ।

(ঘ) **বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি)ঃ** বিজেএমসির মিলসমূহে প্রধানতঃ হেসিয়ান, স্যাকিং, কার্পেট ব্যাকিং ক্লথ উৎপাদিত হয়। এছাড়া কয়েকটি পাটকলে উন্নতমানের রপ্তানীযোগ্য পাটের সুতা, জিওজুট, কটন ব্যাগিং, নার্সারী পট, ফাইল কভার ইত্যাদি উৎপাদিত হয়। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে পাটকলসমূহে মোট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল ১.৯৮ লক্ষ মেঃ টন এবং জুলাই-০৮ থেকে মার্চ ০৯ সময়ে প্রকৃত উৎপাদন হয়েছে ০.৮৩ লক্ষ মেঃ টন । চলতি অর্থ বছরের মার্চ ০৯ পর্যন্ত বিজেএমসির আওতাভুক্ত পাটজাত পণ্যের রপ্তানীর পরিমাণ ০.৭৩ লক্ষ মেঃ টন ও রপ্তানী আয় ৩৪৬.৪৫ কোটি টাকা। দেশের অভ্যন্তরে পাটজাত দ্রব্য বিক্রয়ের শুল্ক এবং বিভিন্ন প্রকার কর, ফি ইত্যাদি বাবদ ২০০৮-০৯ (জুলাই-ডিসেম্বর ০৮ পর্যন্ত) অর্থ বছরে বিজেএমসির নিয়ন্ত্রনাধীণ মিলসমূহ ২.৬৪ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করেছে। উল্লেখ্য ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে সংস্থাটি শুল্ক, কর ফি ইত্যাদি বাবদ ৫.০৮ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করেছিল।

(ঙ) বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)ঃ বিএসইসি এর নিয়ন্ত্রণাধীন ৯টি শিল্প ইউনিট বর্তমানে চালু আছে, যার মধ্যে ৭টি প্রতিষ্ঠান মুনাফা অর্জনকারী এবং অবশিষ্ট ২(দুই)টি লোকসানী। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ৩টি প্রতিষ্ঠান তথা এটলাস বাংলাদেশ লিঃ, ন্যাশনাল টিউবস লিঃ ও ইস্টার্ণ কেবলস লিঃ এর ৪৯ শতাংশ শেয়ার ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে। বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের বিদ্যুতায়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্হাসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বিএসইসি'র উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর মধ্যে মটরসাইকেল, মিশুক (ত্রি-চক্রযান), জিআই/এমএস/এপিআই পাইপ, বৈদ্যুতিক কেবলস, টিউব লাইট, সুপার এনামেলড কপার, ওয়্যার, ট্রান্সফরমার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, রেজর ব্লেড, জলযান মেরামত, মোটর সাইকেল ও মিসুক, বাস, ট্রাক ও জীপ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বিএসইসি'র ৯টি প্রতিষ্ঠানে জুলাই/০৮ – জানুয়ারি/০৯ সময়ে ৩৭৬.৫৯ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী উৎপাদিত হয়। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে উৎপাদিত হয়েছিল ৬১৯.০৯ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী। বিএসইসি'র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে

২০০৮-০৯ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত বাজেট অনুযায়ী ৬৪৫.১৫ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী উৎপাদন ও ৭২০.২০ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য সামগ্রী বিক্রয় হবে বলে আশা করা যায়, যা পূর্ববর্তী বছরের বিক্রয়ের তুলনায় কিছুটা বেশী। ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে সার্বিক নীট মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা ৪৯.৭১ কোটি টাকার বিপরীতে প্রকৃত মুনাফা ৪৩.১৭ কোটি টাকা অর্জিত হয়, যা লক্ষ্যমাত্রার ৮৭ শতাংশ। চলতি অর্থ বছরের জুলাই-জানুয়ারি সময়ে সার্বিক নীট মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা ২৭.৭৪ কোটি টাকার বিপরীতে ২৪.৮৭ কোটি টাকা অর্জিত হয়। যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৫ শতাংশ। আলোচ্য সময়ে এটলাস বাংলাদেশ লিঃ সর্বাধিক ১১.৪৮ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়। উক্ত সময়ে সংস্থা কর্তৃক শুল্ক কর বাবদ সরকারি কোষাগারে ১৩৮.১৫ কোটি টাকা জমা করা হয়। উল্লেখ্য গত অর্থবছরে বিএসইসি শুল্ককর বাবদ সরকারি কোষাগারে ২৩৫.২১ কোটি টাকা জমা করে, যা এ যাবৎ কালের মধ্যে সর্বাধিক।

(চ) **বাংলাদেশ স্ট্যাণ্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)ঃ** দেশের মান নিয়ন্ত্রনকারী একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ স্ট্যাণ্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) -এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে দেশে শিল্পের বিকাশ, মান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদন এবং পণ্য মানকে বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতায় উপযোগী করে তোলা। এছাড়া বিএসটিআইর মূল ৩টি দায়িত্ব হলোঃ

- দেশে উৎপাদিত শিল্প পণ্য, খাদ্য ও কৃষিজাত পণ্যের প্রক্রিয়া ও পরীক্ষা পদ্ধতির জাতীয় মান প্রণয়ন;
- প্রণীত মানের ভিত্তিতে পণ্য সমগ্রীর গুনগত মান পরীক্ষা/বিশ্লেষণ ও নিয়ন্ত্রন এবং গুনগতমানের নিশ্চয়তা বিধান; এবং
- দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে মেট্রিক পদ্ধতি প্রচলন, বাস্তবায়ন, ওজন ও পরিমাপের সঠিকতা তদারকি।

বর্তমানে বিএসটিআই এর কাজের পরিধি বহুলাংশে বিস্তৃতি লাভ করেছে। বিএসটিআই ৬টি আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে ৬টি বিভাগে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দেশে উৎপাদিত/আমদানীকৃত/বাজারজাতকৃত পণ্যের নমুনা জমাদান, পরীক্ষণ, গুণগতমানের সনদ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদনের জন্য বিএসটিআইতে ফেব্রুয়ারি ২০০৮ থেকে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার চালু হয়েছে। উক্ত সেন্টার থেকে যেসব সেবা প্রদান করা হচ্ছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো (১) জনসাধারণকে সিটিজেন চার্টার মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে পণ্য পরীক্ষণ প্রতিবেদন প্রদান নিশ্চিত করা, (২) দ্রুত পণ্যের গুণগতমানের লাইসেন্স প্রদান, (৩) মিডিয়া সেলের মাধ্যমে স্বচ্ছতা আনয়ন ও (৪) মান বিক্রয়।

'বাংলাদেশ স্ট্যাণ্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট ২০০৩' এর আওতায় অবৈধ ও নিম্নমানের পণ্যের উৎপাদন, নিয়ন্ত্রন ও বিতরণ বন্ধে বিএসটিআই ২০০৮-০৯ অর্থবছরের জুলাই/০৮-জানুয়ারি/০৯ পর্যন্ত ৭(সাত) মাসে ৪০২টি ভ্রাম্যমান আদালত ও সার্ভিল্যান্স টীম পরিচালনার মাধ্যমে মোট ১,০৩৫টি মামলা দায়ের করে ৯০.০৯ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায়সহ রাজস্ব আয় হয়েছে ৭৫৩.৬৯ লক্ষ টাকা এবং সর্বমোট ২৩১২টি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন করা হয়েছে। একই সময়ে 'ওজন ও পরিমাপ অধ্যাদেশ ১৯৮২' এবং 'ওজন পরিমাপ আইন (সংশোধনী) ২০০১' এর অধীনে মেট্রোলজি কার্যক্রমের আওতায় পেট্রোল পাম্পসহ বিভিন্ন জরুরী প্রতিষ্ঠানে সঠিক ওজন ও পরিমাপ নিশ্চিতকরণে ৭৯৯টি ভ্রাম্যমান আদালত ও সার্ভিল্যান্স টীম পরিচালনার মাধ্যমে মোট ৩৬২৪টি মামলা দায়ের করে ১৫৮.৩৯ কোটি টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। বর্তমানে বিএসটিআই-এর চলমান প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ সরকার, EU এবং UNIDO র অর্থায়নে ২৭৩৯.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে Quality Management System and Conformity Assessment Activity for Bangladesh Quality Support Programme (Post MFA) শীর্ষক প্রকল্প। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিএসটিআই এর কেন্দ্রীয় মেট্রোলজী ল্যাবরেটরীকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের (Aceredited Laboratory) ল্যাবরেটরী হিসেবে উন্নীত করা হবে। সম্প্রতি সিলেট ও বরিশাল বিভাগে বিএসটিআই এর আঞ্চলিক অফিস স্থাপন, আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি ২১.১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

**রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পখাতভুক্ত সংস্থাসমূহের সংস্কার কর্মসূচি**

**রাষ্ট্রীয় শিল্পখাতের ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নে বর্তমানে যে সব সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে তা নিম্নরূপঃ**

- চালু রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প খাতের অতিরিক্ত জনবল হ্রাসসহ অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হ্রাসকরণপূর্বক লোকসান কমানো;

- রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের যাবতীয় স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব সংরক্ষণের জন্য বার্ষিক নিরীক্ষা সময়মত সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ,
- রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প খাতের প্রতিটি স্তরে জবাবদিহিতা আরোপের লক্ষ্যে পুরস্কার /শাস্তি স্কীম সম্প্রসারণ; এবং
- রাষ্ট্রায়ত্ত মালিকানাধীন শিল্প সংস্থার উৎপাদিত দ্রব্য/সেবার মূল্য বাজার চাহিদা ও উৎপাদন ব্যয়ের নিরিখে নির্ধারণ ইত্যাদি।

## শিল্প বিনিয়োগ পরিস্থিতি

### শিল্প ঋণ

কৃষি-নির্ভর উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাঙ্খিত গতিশীলতা অর্জনে দ্রুত শিল্পায়ন তথা শিল্প খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। সরকারের এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিগত বছরগুলোতে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক শিল্প ঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত ছিল। ফলে দেশে সরকারিভাবে শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সারণি ৮.৪ এ ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে হতে ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি দেখানো হলোঃ

**সারণি ৮.৪: শিল্প ঋণের বছরভিত্তিক বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি**

(কোটি টাকায়)

| অর্থ বছর | বিতরণ | | | আদায়কৃত ঋণ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | চলতি মূলধন | মেয়াদি ঋণ | মোট | চলতি মূলধন | মেয়াদি ঋণ | মোট |
| ১৯৯৯-০০ | ১০৬৮১.৭৪ | ১৬২৭.২৬ | ১২৩০৯.০০ | ৭২০০.১৩ | ১৬৫৩.৩৪ | ৮৮৫৩.৪৭ |
| ২০০০-০১ | ১৩৬৮২.৩৯ | ৩০৫৭.০৭ | ১৬৪৩৯.৪৬ | ৯৭৭৭.৪৭ | ২৭৯৫.১০ | ১২৫৭২.৫৭ |
| ২০০১-০২ | ১৩৭৬৫.১২ | ৩৫০৫.১৫ | ১৭১৭০.২৭ | ৯৬৩৮.৩৪ | ৩২১২.৯৭ | ১২৮৫১.৩১ |
| ২০০২-০৩ | ১৫৬৭১.৪৬ | ৩৯৬১.৯৯ | ১৯৬৩৩.৪৫ | ১২২৮৩.২১ | ৩৮৩৫.১২ | ১৬১১৮.৩৩ |
| ২০০৩-০৪ | ১৮,৭০৩.১০ | ৬৬৭৫.৯৯ | ২৫,৩৭৯.০৯ | ১৫,৪৩৫.০০ | ৪,৯৬৩.৪৪ | ২০,৩৯৮.৪৪ |
| ২০০৪-০৫ | ২২১৭৫.৭৮ | ৮৭০৪.৫২ | ৩০৮৮০.৩০ | ১৮১৮৯.৬৫ | ৮৫৪৬.৯৮ | ২৬৭৩৬.৬৩ |
| ২০০৫-০৬ | ২৮৫৫৩.৭৪ | ৯৪১৯.০৩ | ৩৭৯৭২.৭৭ | ২৩৪৩৫.৩৩ | ৬৬৮২.৯৩ | ৩০১১৮.২৬ |
| ২০০৬-০৭ | ৩১৬৫১.৪১ | ১২৩৯৪.৭৮ | ৪৪০৪৬.১০ | ২৩৭৯০.৫৪ | ৯০৬৮.৪৫ | ৩২৮৫৮.৯৯ |
| ২০০৭-০৮ | ৩৯৯৬৩.৪৯ | ২০১৫০.৮২ | ৬০১১৪.৩১ | ২৮৮৪৯.৬০ | ১৩৬২৪.২০ | ৪২৪৭৩.৮০ |
| ২০০৮-০৯* | ২২৬৬১.৫৬ | ৮৯৪০.৫১ | ৩১৬০২.০৭ | ১৭৮২১.৮০ | ৭৮৬৩.৫৫ | ২৫৬৮৫.৩৫ |

উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * ডিসেম্বর, ২০০৮ পর্যন্ত

১৯৯৯-২০০০ অর্থবছর থেকে ২০০৮-০৯ অর্থবছর পর্যন্ত শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতির পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, এ সময়ে শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে শিল্প খাতে বিতরণ ও আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৬০১১৪.৩১ কোটি টাকা ও ৪২৪৭৩.৮০ কোটি টাকা, যা ২০০৬-০৭ অর্থবছরে বিতরণকৃত চলতি ও মেয়াদী ঋণের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৩৬.৪৮ ভাগ এবং শতকরা ভাগ ২৯.২৬ বেশি। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে বিতরণকৃত চলতি ও মেয়াদী ঋণের তুলনায় ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বিতরণকৃত চলতি ও মেয়াদি ঋণের পরিমাণ বেড়েছে যথাক্রমে শতকরা ২৬.২৬ ভাগ ও শতকরা ৬২.৫৮ ভাগ। এ ছাড়া ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে চলতি ঋণ আদায়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ২১.২৭ ভাগ এবং মেয়াদি শিল্প ঋণ আদায়ের পরিমাণ শতকরা ৫০.২৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত শিল্প খাতে বিতরণ ও আদায়কৃত ঋনের পরিমান দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৩১৬০২.০৭ কোটি টাকা ও ২৫৬৮৫.৩৫ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী

অর্থবছরের একই সময়ে বিতরণ ও আদায়কৃত শিল্প ঋণের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ১৫.৭৩ ভাগ ও ৩৫.১৯ ভাগ বেশি। বিতরণ ও আদায়কৃত শিল্প ঋণের এ সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি দেশের শিল্পায়নে গতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উচ্চ ও টেকসই নিশ্চিত করবে বলে আশা করা যায়।

## প্রকৃত বিনিয়োগ পরিসংখ্যান

বেসরকারি খাত উন্নয়নে সরকারের বিনিয়োগমুখী-নীতি ও কৌশল অবলম্বনের ফলে বাংলাদেশ ক্রমেই দেশী ও বিদেশী বেসরকারি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ মানচিত্রে (Investment map) একটি প্রতিযোগী সক্ষম স্থান (Competitive Location) হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

### বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার বিনিয়োগ পরিস্থিতি

বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ৮(আট) টি ইপিজেড রয়েছে যথাঃ চট্রগ্রাম, ঢাকা, মংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), আদমজী ও কর্ণফুলী। ইপিজেডসমূহে এ অর্থবছরে মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত মোট বিনিয়োগ হয়েছে ১১৩.০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের প্রকৃত বিনিয়োগের পরিমান ছিল ৩০২.১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। উল্লেখ্য মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহে পুঞ্জিভূত বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ১.৫৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০০৭-০৮ অর্থ বছর পর্যন্ত সর্বমোট রপ্তানির পরিমান ছিল ২.৪৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি অর্থ বছরে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২.৮২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং মোট রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশী হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বর্তমানে ইপিজেডসমূহে ২৯৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত রয়েছে। তন্মধ্যে চট্রগ্রাম ইপিজেডে ১৪৬ টি, ঢাকা ইপিজেডে ৯৭টি, কুমিল্লা ইপিজেডে ২১ টি, মংলা ইপিজেডে ৮টি, উত্তরা ইপিজেডে ৪টি, ঈশ্বরদী ইপিজেডে ৫টি, আদমজী ইপিজেডে ৮টি এবং কর্নফুলী ইপিজেডে ৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত রয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম ইপিজেডে ৩৫টি, ঢাকা ইপিজেডে ২৩ টি, কুমিল্লা ইপিজেডে ২১টি, মংলা ইপিজেডে ৫টি, উত্তরা ইপিজেডে ১টি, ঈশ্বরদী ইপিজেডে ১৯টি, আদমজী ইপিজেডে ৩৭টি এবং কর্ণফুলী ইপিজেডে ৬৩ টিসহ মোট ২০৪ টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সারণি ৮.৫-এ মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ব্যয়, রপ্তানি ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য দেখানো হলোঃ

**সারণি ৮.৫: ইপিজেডভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ, রপ্তানি ও কর্মসংস্থানের বিবরণ**

| ইপিজেডসমূহের নাম | শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | | বিনিয়োগ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) | রপ্তানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) | কর্মসংস্থান (জন) |
|---|---|---|---|---|---|
| | উৎপাদনরত | বাস্তবায়নাধীন | | | |
| চট্রগ্রাম ইপিজেড | ১৪৬ | ৩৫ | ৬৯৮.২৮ | ৯৮৮৫.৮৬ | ১৩৬২৭৬ |
| ঢাকা ইপিজেড | ৯৭ | ২৩ | ৬৪৩.৯১ | ৭৯১৪.৯৫ | ৭২৩০৫ |
| কুমিল্লা ইপিজেড | ২১ | ২১ | ৭৯.২৪ | ৩০০.৮১ | ৭৪১৭ |
| মংলা ইপিজেড | ০৮ | ০৫ | ৪.৩৭ | ৩৬.৬৩ | ২০৭ |
| উত্তরা ইপিজেড | ০৪ | ০১ | ৩.০৬ | ০.৩৭ | ১৮৪৭ |
| ঈশ্বরদী ইপিজেড | ০৫ | ১৯ | ১৪.৩৫ | ৭.৬০ | ১১০৭ |
| আদমজী ইপিজেড | ০৮ | ৩৭ | ৬৩.১২ | ৬৭.৫১ | ৬৬০৪ |
| কর্ণফুলী ইপিজেড | ০৮ | ৬৩ | ৪১.১৬ | ৩৬.৪৭ | ৪৬৪৩ |
| মোট | ২৯৭ | ২০৪ | ১৫৪৭.৪৮ | ১৮২৫০.২০ | ২৩০৪০৬ |

উৎসঃ বেপজা (BEPZA)

মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহে ২,৩০,৪০৬ জন বাংলাদেশী নাগরিকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে যার প্রায় ৬৪ শতাংশ মহিলা। এর মধ্যে চট্রগ্রাম ইপিজেডে ১,৩৬,৩৬ জন, ঢাকা ইপিজেডে ৭২,৩০৫ জন, কুমিল্লা ইপিজেডে ৭,৪১৭ জন, মংলা ইপিজেডে ২০৭ জন, উত্তরা ইপিজেডে ১,৮৪৭ জন, ঈশ্বরদী ইপিজেডে ১,১০৭ জন, আদমজী ইপিজেডে ৬,৬০৪ জন ও কর্ণফুলী ইপিজেডে ৪,৬৪৩ জন বাংলাদেশী নাগরিক কর্মরত রয়েছে।

নিম্নের সারণি ৮.৬ এ মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত ইপিজেডে বিভিন্ন পণ্যভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান দেখানো হলোঃ

**সারণি ৮.৬: ইপিজেডে বিভিন্ন পণ্যভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান**

| ক্রমিক নং | উৎপাদিত পণ্যের নাম | শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা | বিনিয়োগ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) | কর্মসংস্থান |
|---|---|---|---|---|
| ১. | পোষাক শিল্প | ৬৮ | ৪৩৩.৮৮৬ | ১২৯৮৭৭ |
| ২. | টেক্সটাইল | ৩৩ | ৩৫৩.৫৫২ | ১৮২২০ |
| ৩. | টেরি টাওয়েল | ১৬ | ৫৩.৯৬৯ | ৬৬২১ |
| ৪. | নীট গার্মেন্টস্ ও অন্যান্য বস্ত্র শিল্প | ৩২ | ১৫৬.৮৯৩ | ২৬২৭০ |
| ৫. | গার্মেন্টস্ এ্যাক্সেসরিজ | ৪৩ | ১৬৮.৯২৬ | ১০২০২ |
| ৬. | টুপি | ৭ | ৪৩.৪৪৩ | ৭৭২৪ |
| ৭. | তাবু | ৬ | ৩৪.৭৪১ | ৬২৫৬ |
| ৮. | ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স | ১৫ | ৬৪.২৭৫ | ২৯৫৫ |
| ৯. | জুতা ও চামড়াজাত শিল্প | ১৩ | ৬২.১৯৬ | ৯৫৪৫ |
| ১০. | ধাতব শিল্প | ১২ | ২২.৮২১ | ১৪৪৩ |
| ১১. | প্লাস্টিক দ্রব্য | ১৪ | ২২.৩৭০ | ২৩৮৮ |
| ১২. | মোড়ক সামগ্রী | ২ | ০.৮৪৯ | ১১৬ |
| ১৩. | ফিশিং রীল ও গলফ শ্যাফ্ট | ১ | ৩২.০২৮ | ৪৬০ |
| ১৪. | রশি | ২ | ৬.১৯৯ | ৪৪১ |
| ১৫. | সেবা খাত | ৩ | ৬.৭১৭ | ৫৩৯ |
| ১৬. | কৃষিজাত শিল্প | ৭ | ২.৭২০ | ১৮৫ |
| ১৭. | বিবিধ | ২৩ | ৮৭.৩৮৭ | ৭৩৮৭ |
| | সর্বমোট | ২৯৭ | ১৫৪৭.৪৮ | ২৩০৪০৬ |

উৎসঃ বেপজা (BEPZA).

এ যাবত ইপিজেডসমূহে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, হংকং, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, চীন, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিংগাপুর, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী, সুইডেন, নেদারল্যান্ডস, সুইজারল্যান্ড, ইউক্রেন, মার্শাল আইল্যান্ড, তুরস্ক, মরিশাস, আয়ারল্যান্ড সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভারত, পানামা, নেপাল, পাকিস্তান ও বাংলাদেশসহ প্রায় ৩৩টি দেশ বিনিয়োগ করেছে।

২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ইপিজেডসমূহ থেকে প্রায় ১.৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে। তন্মধ্যে ঢাকা ইপিজেড থেকে ৮৭৩.৫৮ মিলিয়ন, চট্রগ্রাম ইপিজেড থেকে ৮৯৫.৬২ মিলিয়ন, কর্ণফুলী ইপিজেড থেকে ২৬.৬১ মংলা ইপিজেড থেকে ৪.৩৯ মিলিয়ন, কুমিল্লা ইপিজেড থেকে ৭৩.৫২ মিলিয়ন, উত্তরা ইপিজেড থেকে ০.১৯ মিলিয়ন, ঈশ্বরদী ইপিজেড থেকে ০.৫৩ মিলিয়ন ও আদমজী ইপিজেড থেকে ৪২.৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের

পণ্য সামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে ইপিজেডসমূহ হতে রপ্তানির পরিমান দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ১৭ শতাংশ। সারণি ৮.৭ এ ২০০০-০১ হতে চলতি অর্থ বছরের মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন ইপিজেডে বছরভিত্তিক বিনিয়োগ ও রপ্তানির বিবরণ উল্লেখ করা হ'ল:

**সারণি ৮.৭: বিভিন্ন ইপিজেডে বার্ষিক বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ**

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

| ইপিজেড | | ২০০০-০১ | ২০০১-০২ | ২০০২-০৩ | ২০০৩-০৪ | ২০০৪-০৫ | ২০০৫-০৬ | ২০০৬-০৭ | ২০০৭-০৮ | ২০০৮-০৯* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | বিনিয়োগ | ২৪.০৫ | ৩২.০১ | ৫৯.১৪ | ৪৯.৩৬ | ৫১.৩৫ | ৬১.৫৭ | ৮৭.৬৪ | ১১০.৩৪ | ২৫.১৩ |
| | রপ্তানি | ৪৪৭.৫১ | ৪৬৬.৭৬ | ৫৫৪.৭৯ | ৬৬৭.৬০ | ৭৫৭.৭৩ | ৯১৮.৩০ | ১০৩৩.০৩ | ১১৪৬.৫০ | ৮৭৩.৫৮ |
| চট্টগ্রাম | বিনিয়োগ | ২৪.৩০ | ২২.৩৭ | ৪২.১৪ | ৫৫.৪৩ | ৪৫.৩১ | ৩৫.৯৫ | ৩২.৬২ | ১২৬.৪৬ | ৩০.৩৮ |
| | রপ্তানি | ৬২০.৩৫ | ৬৮০.৭০ | ৬৪১.২৮ | ৬৭৯.০১ | ৭৭২.৩৯ | ৮৭৩.০৩ | ৯৭১.৫৪ | ১১১৭.১৭ | ৮৯৫.৬২ |
| মংলা | বিনিয়োগ | ০.০৪ | ০.৪৩ | ০.১১ | ০.৮০ | ১.৪৯ | ০.০০ | ০.৪৩ | ২.০৩ | ০.৯৬ |
| | রপ্তানি | ০.০০ | ১.৫৫ | ৩.০০ | ৩.১১ | ৭.৮৩ | ৭.০৯ | ১.৩১ | ৮.২৬ | ৪.৩৯ |
| কুমিল্লা | বিনিয়োগ | ০.০০ | ০.৬৪ | ১.০৫ | ৯.০৩ | ১৯.০১ | ১০.৬২ | ২১.০২ | ৯.৭২ | ৭.৫৭ |
| | রপ্তানি | ০.০০ | ০.০১ | ১.১৫ | ৪.১০ | ৯.৬৬ | ৩৪.৯৯ | ৪৬.০১ | ১৩১.৩৮ | ৭৩.৫২ |
| উত্তরা | বিনিয়োগ | ০.০০ | ০.১৬ | ০.২০ | ০.৪২ | ০.৭২ | ০.০০ | ১.২৪ | ০.১৫ | ০.১৭ |
| | রপ্তানি | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০৮ | ০.০৯৫ | ০.১৯ |
| ঈশ্বরদী | বিনিয়োগ | ০.০০ | ০.০১ | ০.৫০ | ০.০০ | ০.০৫ | ০.৭৬ | ০.০০ | ১.৪৩ | ১২.১১ |
| | রপ্তানি | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ১.০৯ | ২.৫৪ | ২.২৩ | ১.২১ | ০.৫৩ |
| আদমজী | বিনিয়োগ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৪.০০ | ৭.৬৮ | ৩৩.৭১ | ১৭.৭৩ |
| | রপ্তানি | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.২৩ | ৯.৪৭ | ১৫.১০ | ৪২.৭১ |
| কর্ণফুলী | বিনিয়োগ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ১.৯১ | ১৮.৩৪ | ২০.৯১ |
| | রপ্তানি | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ৯.৮৬ | ২৬.৬১ |
| মোট | **বিনিয়োগ** | **৪৮.৩৯** | **৫৫.৬২** | **১০৩.১৪** | **১১৫.০৪** | **১১৭.৯৩** | **১১২.৯০** | **১৫২.৫৪** | **৩০২.১৯** | **১১৩.০৪** |
| | **রপ্তানি** | **১০৬৭.৮৬** | **১১৪৯.০২** | **১২০০.২২** | **১৩৫৩.৮২** | **১৫৪৮.৭০** | **১৮৩৬.১৮** | **২০৬৩.৬৭** | **২৪২৯.৫৮** | **১৯১৭.১৬** |

উৎসঃ বেপজা (BEPZA). *মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত।

বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহ বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ, রপ্তানি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ছাড়াও দেশের অগ্র ও পশ্চাৎসংযোগকারী শিল্পে বিশেষ অবদান রাখছে। কারণ ইপিজেডে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন বাইরে অবস্থিত শিল্প থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করছে, তেমনি বাইরে অবস্থিত ১০০% রপ্তানীমুখী শিল্পসমূহে ইপিজেডের অভ্যন্তরে উৎপাদিত বিভিন্ন কাঁচামাল সরবরাহ করছে। ফলে পশ্চাৎসংযোগ ও অগ্রসংযোগ উভয় ক্ষেত্রেই ইপিজেডসমূহ অবদান রাখছে।